সোহাগ।

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।



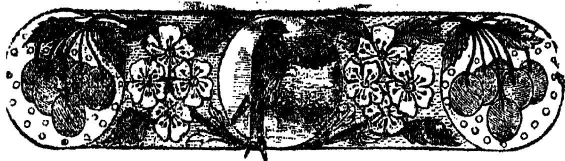
কলিকাতা।

১২২ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট, "রাধারমণ যন্ত্রে"

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য দুই আনা মাত্র।



সোহাগ

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশি-কলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং।
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ॥"

(প্রিয়ার প্রতি)

(১)

প্রিয়ে! হেমাঙ্গি কমল, তুমিরে আমার
ননীর পুতলী সমা, প্রণয় আধার
জন্ম জন্মান্তরে আমি
কত নদ নদী ভ্রমি
কানন মাঝার আদি, সাগর অপার
কত পুণ্যফলে দেখা, পেয়েছি তোমার।

(২)

সংসার মাঝারে তুমি, ফিরিয়ে ঘুরিয়ে
যখন বেড়াও ধনি, আনন্দে মাতিয়ে
চক্ষু পালটিতে নারি
হেরিয়ে তব মাধুরী
ও রূপেতে কত রূপ, আছে বিরাজিয়ে
আঁখির পলকে পুনঃ, বেড়াই ঘুরিয়ে।

(৩)

তোমার রূপের কথা, স্মরিলে সুন্দরি
পুলকেতে কলেবর, উঠয়ে সিহরি
কোকিল ঝঙ্কার সম
কণ্ঠ স্বর অনুপম
তুলনা রহিত কান্তি, বাখানিতে নারি
পলকে জগত ভুলি, তব রূপ স্মরি।—

(৪)

তুলনা খুঁজিয়ে তব, জগত মাঝারে
হেরিতে না পাই কভু, নিকটে কি দূরে
তোমারি তুলনা প্রিয়ে
তোমাতেই বিরাজয়ে
খুজিতে খুজিতে শেষে, জ্ঞান হারা করে,
উন্মত্ত হইয়ে যাই, না হেরে তোমারে।

(৫)

তোমার ও কেশ জাল, হেরিলে নয়নে
ইচ্ছা হয় সদা ধনি, নিন্দি নবঘনে
বিনাও যখন বেণী
যেন কাল ভুজঙ্গিনী
আলু থালু কেশে যদি, ভ্রম রে বিপিনে
নবঘন ভেবে নৃত্য, করে শিখিগণে।

(৬)

পূর্ণিমার নিশাকরে, ও মুখ তুলনা
উদয় যখন হয়, সে সব বাসনা
নিষ্কলঙ্ক মুখ ছাঁদ
সকলঙ্ক হেরি চাঁদ
দেখিয়া লাজেতে আর, বচন সরেনা
কেন বা করিতে চাহি, ও মুখ তুলনা ?

(৭)

তোমার বদন হেরি, লাজে নিশাকর
নেহারি রাহুরে যেন, কাঁপে থর থর
ধরিবে ধরিবে বলি
মৃদু মন্দ গতি চলি
লুকাইতে যায় সদা, মেঘের ভিতর
যেমন আচ্ছাদে শশ, নিজ কলেবর।—

(৮)

ভুরু শরাসনে শর, কটাক্ষ নিপুণ
যুজিলে করিতে পার, অনঙ্গেরে খুন
তাই বুঝি রতিপতি
ছাড়ে না তব সংহতি
অহরহ জ্বালা দেয়, ক্রোধিয়া দ্বিগুণ
সন্ধান করেন সদা, লয়ে ধনু তূণ।

(৯)

হরিণ-নয়নে! বলে, সম্ভাষে তোমারে
কইরে তুলনা পাই, তাহার মাঝারে
ভালবাসা মাখা আঁখি
মৃগাক্ষিতে কই দেখি
সে সব কথার কথা, বর্ণিত আছেরে
কখনই তুল্য নয়, তোমার কাছেরে।

(১০)

জিনিয়া তিলের ফুল, নাসিকা তোমার
মুখের উপর শোভে, অতি চমৎকার
সুন্দর মুখের ছাঁদ
যেন চাঁদ ধরা ফাঁদ
পাতিয়াছ ওলো ধনি, একি চমৎকার
দেবগণ পড়ে তাহে, মনুষ্য কি ছার।

(১১)

সুন্দর পারুল সম, বিম্ব সুলোহিত
কেমনে তুলনা করি, তাহার সহিত
পীযূষ মাখান তব
বাক্য শ্রেণী অভিনব
পারুল বিম্বেতে সতি, অমৃত বর্জ্জিত
তোমার অধর প্রিয়ে, তুলনা রহিত।

(১২)

তোমার হাস্য ঔদাস্য, ভাবিয়ে চপলা
অদ্যাবধি স্থির নহে, সদাই চঞ্চলা
মনেতে হইয়ে দুঃখী
মেঘের আড়েতে থাকি
সর্ব্বদা নিরখে তোমা, করি কত ছলা
চমকি চমকি উঠে, হইয়া বিহ্বলা।

(১৩)

সুধার লাগিয়ে দ্বন্দ্ব, সদা দেবাসুরে
না পেলেন স্থান বিধি, তাহে রক্ষিবারে
মনেতে পাইয়ে ভীতি
বেড়ায়ে সকল ক্ষিতি
লুকাইয়া থুলা শেষে, তোমার অধরে
অমরের আহারীয়, পাছে অপহরে।

(১৪)

সিন্দূরে মার্জ্জিত মুক্তা, যেমন সুন্দর
তাহা জিনি দন্ত পাঁতি, শোভে মনোহর
মুকুতার হার সম
জ্যোতির্ম্ময় অনুপম
থাকি থাকি ঝকমক, মুখের ভিতর
যেমন চমকে শশী, সরসী উপর।

(১৫)

সুপক্ক দাড়িম্ব সম, তব পয়োধর
বক্ষের উপরে শোভে, জিনিয়া ভূধর
মনেতে আনিতে সতি
যায় না আমার মতি
সুকোমল দেহে তব, সুকোমল ভার
দাড়িম্বে কাঠিন্য অতি, হেরি চমৎকার।

(১৬)

তোমার কটির সঙ্গে, তুলনা কেমনে
হইবে হরির কটি, অনুমানি মনে
কটির উপরে তব
সুন্দর ত্রিবলী নব
হরির ত্রিবলী কেহ, দেখেছ নয়নে ?
কেমনে জিনিবে তবে, তোমা হেন ধনে ?

(১৭)

যেরূপ গুরুত্ব হেরি, নিতম্বে তোমার
অটল তুমি হে প্রিয়ে, বর্ণে সাধ্য কার
মেদিনীর হলে ভার
সক্ষম নহেক আর
রাখিতে বাসুকী তাহা, মস্তক উপরে
সকলেই বলে থাকে, ভূমিকম্প তারে।

(১৮)

সুবলিত উরুযুগ, সম করি-কর
ক্ষীণাঙ্গি কটিতে ধনি, কেমনে তা ধর
কোমলতা তাতে কই
বলনা বলনা সই
মনোহর দৃশ্য বটে, বর্ণনে সুন্দর
মনেতে তুলিতে গিয়ে, কাঁপি থর থর।

(১৯)

বহু কষ্টে চতুর্ম্মুখ, গড়িয়া মৃণাল
অন্তরেতে ঈর্ষা ভাব, বড়ই প্রবল
তুলনা রহিত করে
নির্ম্মিল বিধি তাহারে
কিন্তু হেরি তব ভুজ, আশা ফুরাইল
কণ্টকিত করে তারে, জলে ডুবাইল।

(২০)

চম্পকের কলি সম, তোমার অঙ্গুলি
যে বলে তাহার প্রিয়ে, মূঢ়তা সকলি
বাসি হলে চাঁপা ফুল
কেমনে হইবে তুল
কিবা গুণ থাকে তার, গন্ধ গেলে চলি
কেবা সমাদরে তারে, মনোহর বলি।

(২১)

কমল সদৃশ পদ, কেন হেন কয়
আমার নয়নে প্রিয়ে, কখন তা নয়
সামান্য বাতাস হলে
অবিরত হেলে দুলে
স্বস্থানে বসিতে গিয়ে, স্থানভ্রষ্ট হয়
ও পদ বিপথে কভু, যাইবার নয়।

(২২)

কে বলে মন্থর গতি, বলিষ্ঠ বারণ
সকলি মূঢ়তা তার, ওলো প্রাণ ধন
তোমার গতি সুমন্দ
হেরিলে হয় আনন্দ
যে জন না হেরিয়াছে, তোমার গমন
সেই বলে ভাল চলে, রাজহংসগণ।

(২৩)

জানি নাহে প্রাণ ধন, কেমন করিয়ে
তোমারে গঠেছে বিধি,কি জিনিষ দিয়ে
তোমা হেন গুণনিধি
আমারে দিয়াছে বিধি
কত পুণ্য ফলে আমি, তোমারে পাইয়ে
সংসারের দুঃখ সব, আছি পাশরিয়ে।

(২৪)

অমূল্য রতন মম, প্রণয় তোমার
জীবনে মরণে সাথি, তুমিরে আমার
অপার্থিব ধন তুমি
নিশ্চয় জেনেছি আমি
সেই হেতু মম প্রাণ, করিয়াছি সার
তোমা ছাড়া ধরা মাঝে, সকলি অসার।

(২৫)

তুমিই উৎসাহ মোর, তুমিইরে আশা
দুঃখের সংসারে প্রিয়ে, তুমিই ভরসা
তুমি হৃদয়ের বল
তুমিরে মম সম্বল
তোমারে নেহারি প্রিয়ে,নাহি পাই দিশা
করিব তোমারে সুখী, সে মোর দুরাশা।

(২৬)

তোমা হেন নিধি তরে,যা আছে সংসারে
সব বিসর্জ্জন দিতে, পারি অকাতরে
বিলাস বৈভব সব
সম্পদ আর গৌরব
তব সম কেহ নহে, ভুবন মাঝারে
করোনা করোনা প্রিয়ে,বঞ্চনা আমারে

(২৭)

যেই পরমাণু দিয়া, সৃজিল রমণী
অবশিষ্টে বিধি বুঝি, গঠিল পদ্মিনী।
কমল কুমুদ কুলে
নিরমিয়া কুতূহলে
তুলনা করিতে গিয়া, হয়ে অভিমানী
জলেতে ভাসায়ে দিল, পরমাদ গণি।

(২৮)

গঠিত বিধাতা যদি, তোমা হেন ধনে
গোলাপে বেষ্টিত করি, অনুপম ঘ্রাণে
যতন করিয়া কত
বেড়াতাম অবিরত
তোড়া বাঁধি রাখিতাম, করেতে যতনে
জুড়াতাম মম হৃদি, আঘ্রাণি সঘনে।

(২৯)

কিম্বা যদি রচিতেন, তোমারে রে বিধি
মল্লিকা কুসুম দিয়া, তব রূপ বাঁধি
মালা গাঁথি প্রেম ডোরে
পরিতাম কণ্ঠ'পরে
বেড়াতাম পুলকেতে, আমি নিরবধি
যেন নিধি পেয়েছিরে, সেচিয়া জলধি।

(৩০)

যদ্যপি হইতে তুমি, সুগন্ধি চন্দন
করিতাম সদা তোরে, অঙ্গেতে লেপন
তোমার দেহ সুগন্ধ
বহিলে বায়ু সুমন্দ
নাসা রন্ধ্র দিয়ে তোমা, লইতাম ঘ্রাণ
রাখিয়া হৃদি মাঝারে, তুষিতাম প্রাণ।

(৩১)

ননীর পুতলি হলে, আমার তুমিরে
সোহাগে গলায়ে ধনি, প্রণয় আধারে
লেপন করিয়ে হিয়ে
জুড়াতাম ওহে প্রিয়ে
মনের মালিন্য যত, যাইত অন্তরে
পুরাতাম সব আশা, লইয়া তোমারে।

(৩২)

যেমতি তোমার রূপ, গুণে তুলা নাই
ভ্রমিয়া অবনি মাঝে, কোথায় না পাই
বেণুর ঝঙ্কারে তান
গাও সুললিত গান
জগত মাতাও ধনি, গানে মুগ্ধ হই
তব কণ্ঠ স্বরসম, কেবা হবে সই।

(৩৩)

নিসৃত হইলে বাক, সুধা ক্ষরে তায়
জানি গো তোমার স্বরে, মন ব্যথা যায়
রোগী শোকী আর দীন
নবীন কিম্বা প্রবীন
শোক তাপ যায় ভুলি, যত যাতনায়
অভাগা কপালে বিধি, দিয়াছে তোমায়।

(৩৪)

সংসার জ্বালায় যবে, হইয়ে কাতর
চারিদিক শূন্য দেখি, যেনরে আঁধার
নিরাশা আগুন জ্বলে
মন পুড়ে দুঃখানলে
ধরেনা শোকের বেগ, হৃদি মাঝে আর
তুচ্ছ জ্ঞান হয় মোর, এ ভব সংসার।

(৩৫)

দারিদ্র্য পিশাচ আদি, প্রবল প্রতাপে
ভেঙ্গে দেয় সব আশা, প্রচণ্ড আহবে
অশেষ যাতনা ঘোর
উপনিত হয় মোর
কিছু মাত্র নাহি শান্তি, জ্বলি মনস্তাপে
যেমন পথিক ক্লিষ্ট, মার্ত্তণ্ড-আতপে।

(৩৬)

কেবল বিপদ রাশি, চিন্তা মনে হয়
ব্যাকুল ভাবের ভাব, হয় রে উদয়
প্রাণের ভিতর কত
কষ্ট দেয় অবিরত
বুঝিতে না পারি তাহা, করি হায় হায়
জগৎ বিষাদ পূর্ণ, ইহাতে জানায়।

(৩৭)

না পেয়ে উপায় শেষে, সে দুঃখ বারিতে
মরিব মরিব করি, না পারি মরিতে
যদি কোন রূপে প্রিয়ে
বিধি দেয় মিলাইয়ে
হেরিয়া তোমার কান্তি, ভাসি পুলকেতে
বলিতে পারিনে প্রিয়ে, কি আছে তোমাতে।

২

(৩৮)

কোথা যায় দুঃখ সব, কোথায় বিষাদ
নিরাশা আগুন নারে, করিতে বিবাদ
দুঃখের সংসার হায়
সুখ ভরা পুনরায়
সকল পীযূষ ময়, এত পরমাদ
সব দুঃখ নিবারিত, শুনিলে নিনাদ।

(৩৯)

প্রেম মাখা মুখখানি, স্নেহ মাখা আঁখি
সরলতা মাখা প্রিয়ে, তোমারে নিরখি
হেরিয়া রূপের রাশি
বিষাদিত মুখে হাসি।
যে হৃদেতে এত কাল, হয়েছিনু দুখী
সুখের আগার হেরি, পুনঃ হই সুখী।

(৪০)

আঁধার সংসার মম, আঁধার হৃদয়
কেন সুখ পূর্ণ এবে, হেরিরে তাহায়
না জানি প্রিয়সি আমি
কি মোহিনী জান তুমি
তোমাতে আছেরে সুধা, মনে উপজয়
নতুবা কেমনে দুঃখ, হয় ভস্মময়।

(৪১)

তুমিরে অমূল্য ধন, সংসার কারাতে
আমারে করিতে সুখী, এসেছ ধরাতে
তোমা হেন ধন প্রিয়ে
ক্ষণেক না নিরখিয়ে
কত শত হয় জ্ঞান, আমার প্রাণেতে
পাশরিতে তব রূপ, নারি কোন মতে।

(৪২)

যদি কোন কাজে ধনি, নিরুৎসাহ হই
তখনি যদিরে হেরি, তোরে প্রাণ সই
কোথা হতে বল আসে
দ্বিগুণ মাতি সাহসে
পুলকেতে ভাসে প্রাণ, বিকসিত হই
শুষ্ক তরু মুঞ্জে যথা, বসন্তেতে সই।

(৪৩)

কঠোর রোগের জ্বালা, কঠোর পীড়ন
উদয় হয় রে প্রাণ, হৃদয়ে যখন
ইচ্ছা হয় মরিবারে
কেন প্রাণ যায় নারে
পিপাসার যাতনায়, ওষ্ঠাগত প্রাণ
মরিলেই বাঁচি সদা, এই হয় জ্ঞান।

(৪৪)

উপরে হিমাঙ্গ দেহ, ভিতরে সন্তাপ
সন্তাপিত হয়ে আমি, করিরে বিলাপ
ভগ্ন হৃদে পড়ে রই
দূত বুঝি আসে অই
তখন নিকটে বসি, কর অনুতাপ
কপালে কঙ্কণ হান, স্মরি নিজ পাপ।

(৪৫)

হেরিয়ে তখন তব, বিষাদিত মুখ
পরিহরি প্রাণ প্রিয়ে, মরণের দুখ
দ্বিগুণ যাতনা হয়
কোথায় ফেলে তোমায়
যাইব রে আমি চলি, কেবা দেবে সুখ
মনে হয় বিধি বুঝি, তোমারে বিমুখ।

(৪৬)

জন্মাবধি তুমি ধনি, আদরে পালিত
কে আর রাখিবে তোমা, সোহাগেতে তত
নয়ন মুদিলে আমি
কার হবে অনুগামী
কে আর করিবে কাজ, তব অভিমত
কে আর তুষিবে বল, তোরে অবিরত।

(৪৭)

আছে নাকি কোন দেবী, শুনেছি পুরাণে
হাঁসিলে মাণিক পড়ে, মুকুতা ক্রন্দনে,
পরের বিষাদে ধনি
সদা হও অনুগামী,
অকাতরে তুষ্ট হও, সেবি দুখী জনে
দেবী কি মানবী তুমি, বলিতে পারিনে।

(৪৮)

মম দুঃখ দেখি যবে, হওরে আকুল
নয়ন সলিলে ভাস, না পাইয়া কুল
ফেলিলে নয়ন জল
জ্ঞান হয় মুক্তাফল
মনে হয় সেই দেবী, হয়ে অনুকুল
আলিঙ্গন করিয়াছে, মানি সমতুল।

(৪৯)

আমি অতি দীন হীন, জেনরে সজনি
ভিক্ষা শিক্ষা করি প্রিয়ে, যাহা কিছু আনি
তোমার মহিমা গুণে
তাতেই কুলান মানে
কত গুণ গাব তব, আমি কিবা জানি
দেবের দুর্লভ তুমি, ওলো সুবদনি।

(৫০)

না জানি প্রিয়সি ওলো, তব চন্দ্রাননে
কি অতুল সুধা আছে, বলিতে পারিনে
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় দূরে
হেরিলে তব অধরে
আছে বা সুধার রাশি, ভাবি মনে মনে
নতুবা কেমনে ইহা, সম্ভবে এমনে।

(৫১)

কেন বিধি দিল মোরে, দুইটি নয়ন
দুনয়নে হেরে আশা, মিটে কি কখন।
অতুল রূপের রাশি
সর্ব্বদা রহ প্রকাশি
যদি বিধি দিত মোরে, সহস্র লোচন
কিঞ্চিৎ নেহারি তবে, জুড়াত জীবন।

(৫২)

তোমার স্বরূপ রূপ, নাহি দেখি আর
বর্ণনে অক্ষম প্রিয়ে, কি কহিব তার
পঞ্চানন পঞ্চাননে
অক্ষম সদা বর্ণনে
কি ছার মনুষ্য আমি, বর্ণে সাধ্য কার
জানিলো প্রিয়সি তব, মহিমা অপার।

(৫৩)

সংসারের সার তুমি, ত্রিলোক পূজিত
তোমারে করেছে বিধি, নির্জ্জনে নির্ম্মিত
রূপে গুণে অনুপমা
মহিমার নাহি সীমা
বহুপুণ্য তার প্রিয়ে, যারে হও রত
কমলার শুভদৃষ্টি, থাকে অবিরত।

(৫৪)

যারে তুমি হও বাম, এক দিন তরে
কি দুর্দ্দশা ঘটে তার, বলিব তা কারে
অযোধ্যার অধিপতি
হারাইয়া সীতা সতী
অমরে সহায় করি, ভ্রমিয়া ভূধরে
কত দুঃখ পান পুনঃ, লভিতে তাহারে।

(৫৫)

দেবেন্দ্র প্রমাণ আরো, শাস্ত্রে ইহা বলে
শ্রীভ্রষ্ট হইল স্বর্গ, দুর্ব্বাসা অনলে
অমরে ছাড়িয়া লক্ষ্মী
দ্রুত গতি কমলাক্ষী
প্রবেশ করিল আসি, ক্ষীরোদ সলিলে
কত কষ্টে লভে পুনঃ, মথনের কালে।

(৫৬)

ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে, সদা ব্রতী তুমি
কণ্ঠ হার সম প্রিয়ে, অনুরক্তা স্বামী
তুমি না থাকিলে পরে
কি দুঃখ পাইত নরে
বলিতে পারি না ধনি, অতি অজ্ঞ আমি
তার সাক্ষ্য দেখ ভব, ছাড়িয়া ভবানী।

(৫৭)

শক্তি অংশে জন্ম তব, শক্তি স্বরূপিনী
তব শক্তি প্রভাবেতে, ভ্রমিরে মেদিনী
শক্তি হীন হ'লে নরে
কেহ না আদরে তারে
তুমি রে নিদয়া হও, যারে গুণমণি
বিফল জীবন তার, ওলো চন্দ্রাননি।

৫৮)

একদা আমি রে হায়, যেতে দূর দেশে
তরি আরোহিনু প্রিয়ে, মনের হরিষে
পার হতে মহা সিন্ধু
নাম স্মরি দীনবন্ধু
হেন কালে কাল মেঘ, উদিল আকাশে
তরি টলমল করে, পবন নিশ্বাসে।

(৫৯)

যে দিকে নেহারি সতি, অকুল পাথার
নয়নে না হয় লক্ষ, সাগরের ধার
মাঝে মাঝে কাছে আসি
উত্তাল তরঙ্গ রাশি
উলটিতে চাহে তরি, নাহি রক্ষা আর
অকুল জলধি মাঝে, নাহি দেখি পার।

(৬০)

ক্ষণে ক্ষণে এই বোধ, হয় মম মনে
ফুরাইল জীব লীলা, বুঝি এত দিনে
মরণে করি না ভয়
এক দিন সুনিশ্চয়
কিন্তু এ ভেবে কাতর, হই চন্দ্রাননে
দেখা হলোনাকো প্রিয়ে, বুঝি তোমা সনে

(৬১)

মনে মনে ভাবিলাম, যদিরে এখন
মানস মোহিনী মূর্ত্তি, পাই দরশন
শুনিয়ে অমিয় কথা
ঘুচাই এ মন ব্যথা
কভু না ছাড়িব আর, ভাবিনু তখন
নয়নের কাছে কাছে, রাখিব সে ধন।

(৬২)

থাকিলে নিকটে তুমি, আরতো হ'তোনা
পলক অদর্শনের, অসহ্য যাতনা
যুগ যুগান্তর জ্ঞান
হতো যায় অনুমান
সে সব বিপদ আর, মনের বেদনা।
তব মুখ দরশনে, কিছুতো থাকে না।

(৬৩)

আঁধার নিশিতে যদি, পথি মাঝে ধনী
কুটিল স্বভাব গুণে, দংশে কাল ফণী
তাহে খেদ নহে মনে
যেতে যম নিকেতনে
কিন্তু তুমি কত দূরে, আছ সুবদনি
যেতে পারি কিনা ওহে, মনে তাই গণি।

(৬৪)

ও মুখ চন্দ্রিমা যদি, নিরখিয়া মরি
তেমন মরিতে প্রিয়ে, শত বার পারি
সে মরাতো মরা নয়
মনে সদা জ্ঞান হয়
এমন সুখের দিন, হবে কি সুন্দরি
এ ভাবে জীবন যাবে, মনেও না স্মরি।